ইমাম মালিক (র) এ আয়াতে صابرين--এর অর্থ নিয়েছেন যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবর করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صابرون বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, صابر শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপ-কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবরকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়--صابر على كذا অর্থাৎ অমুক বিপদে সবরকারী।

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ۝١١ وَأُمِرْتُ
لِأَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝١٢ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝١٣ قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِيْنِيْ ۝١٤
فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۗ قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا
أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۝١٥
لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ
اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۗ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝١٦ وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ
أَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَأَنَابُوْٓا إِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝١٧
الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهٗ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَأُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝١٨ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ ۗ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۝١٩ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۗ وَعْدَ
اللّٰهِ ۗ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ۝٢٠

(১১) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি। (১২) আরও আদিষ্ট হয়েছি, সর্ব প্রথম নির্দেশ পালনকারী হওয়ার জন্য। (১৩) বলুন, আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হলে এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় করি। (১৪) বলুন, আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করি। (১৫) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। (১৬) তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে আগুনের মেঘমালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দাগণ, আমাকে ভয় কর। (১৭) যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে, (১৮) যারা মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (১৯) যার জন্য শাস্তির হুকুম অবধারিত হয়ে গেছে আপনি কি সে জাহান্নামীকে মুক্ত করতে পারবেন? (২০) কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন, আমি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) আদিষ্ট হয়েছি যেন খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করি (অর্থাৎ তাতে যেন শিরকের নামগন্ধও না থাকে)। আমি (আরও) আদিষ্ট হয়েছি, (এ উম্মতের সমস্ত লোকের মাঝে যেন) আমিই হই সর্ব প্রথম মুসলমান (ইসলামকে সত্য জ্ঞানকারী)। (বলাবাহুল্য, বিধি-বিধান কবুল করার ব্যাপারে পয়গম্বরের সর্বাগ্রবর্তী হওয়া জরুরী।) আপনি (আরও) বলে দিন, যদি আমি আমার পালনকর্তার অবাধ্য হই, তবে আমি এক মহা দিবসের (অর্থাৎ কিয়ামতের) শাস্তির আশংকা করি। আপনি (আরও) বলে দিন, (আমাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আমি তাই পালন করছি, সেমতে) আমি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'আলারই ইবাদত করি (এতে শিরকের নামগন্ধ নেই)। অতএব (এর দাবি এই যে, তোমরাও এরূপ খাঁটি ইবাদত কর। কিন্তু তোমরা যদি তা না মান, তবে) তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত করতে পার। (কিয়ামতের দিন এর স্বাদ বুঝতে পাবে।) আপনি (আরও) বলে দিন, সে ব্যক্তিরাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকেও কোন উপকার পাবে না এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকেও না। কেননা পরিবারবর্গ তাদেরই মত পথভ্রষ্ট হলে তারাও আযাবে থাকবে। এমতাবস্থায় অপরের কি উপকার করতে পারবে? যদি তারা খাঁটি মু'মিন হয়ে জান্নাতে থাকে, তাহলেও তারা কাফিরদের জন্য সুপারিশ করে উপকার করতে পারবে না।) মনে রেখো, এটাই

সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকে পরিবেষ্টনকারী অগ্নিশিখা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন (এবং এ থেকে আত্মরক্ষার উপায় বর্ণনা করেন)। অতএব হে আমার বান্দারা, আমাকে (অর্থাৎ আমার শাস্তিকে) ভয় কর। (এ হচ্ছে কাফির-মুশরিকদের অবস্থা।) যারা শয়তানী শক্তির পূজা থেকে দূরে থাকে, (শয়তানের পূজা অর্থ শয়তানের আনুগত্য করা।) এবং সর্বতোভাবে আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ। অতএব আপনি আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দিন, যারা মনোযোগ দিয়ে (আল্লাহ্র) কথা শুনে, অতপর যা উত্তম (আল্লাহ্র কথা সবই উত্তম।) তার অনুসরণ করে, তাদেরকেই আল্লাহ্ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান। (তাদেরকে কিসের সুসংবাদ দিতে হবে, তার বর্ণনা لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا আয়াতে রয়েছে মধ্যস্থলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দানের জন্য বলা হয়েছেঃ) যার জন্য (তকদীর-গতভাবে) শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে, আপনি কি (আল্লাহ্র জানা) সেই জাহান্নামীকে (জাহান্নামের কারণাদি থেকে) রক্ষা করতে পারেন? (অর্থাৎ যে জাহান্নামে যাবে, তাকে চেষ্টা করেও ফিরানো যাবে না। অতএব তাদের জন্য দুঃখ করা অর্থহীন। কিন্তু যারা এমন যে, তাদের জন্য শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়নি। ফলে আপনার কাছে আদেশ নিষেধ শুনে তারা) তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতের) প্রাসাদ, যার উপরে আরও প্রাসাদ নির্মিত রয়েছে। এগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ ওয়াদার খিলাফ করেন না। (উপরে فَبَشِّرْ عِبَادِ বলে যে সুসংবাদ দানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এটাও সে একই বিষয়বস্তু।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

এ আয়াতের তফসীরে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীর কর্তৃক গৃহীত উক্তি তফসীরের সারসংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, এখানে قول অর্থ আল্লাহ্র কালাম কোরআন অথবা তৎসহ রসূলের শিক্ষাসমূহ। এগুলো সবই উত্তম। তাই স্থানোপযোগী বাহ্যিক বাক্য এরূপ ছিলঃ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَهٗ

কিন্তু এ স্থলে احسن শব্দটি যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কোরআন ও রসূলের শিক্ষাসমূহের অনুসরণ চক্ষু বন্ধ করে করেনি। মূর্খরা তাই করে। তারা কারও কথা শুনে হিতাহিত বিবেচনা না করেই তার অনুসরণ শুরু করে দেয়। বরং তারা আল্লাহ্ ও রসূলের কথাকে সত্য ও উত্তম দেখার পর তার অনুসরণ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে আয়াতের শেষাংশে তাদেরকে اولو الالباب তথা বোধশক্তি সম্পন্ন খেতাব দেওয়া হয়েছে। এর দৃষ্টান্ত কোরআনের মধ্যেই তওরাত সম্পর্কে হযরত মূসা (আ)-কে প্রদত্ত আদেশের ভেতরে রয়েছে। বলা হয়েছেঃ

خُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا—এতেও احسن বলে সমগ্র তওরাত ও তার বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তেমনি قول অর্থ কোরআন এবং اتباع احسن অর্থ সমগ্র কোরআনের অনুসরণ। পরবর্তী এক আয়াতে একেই احسن الحديث বলা হয়েছে। এই তফসীর অনুযায়ী কেউ কেউ আরও বলেন যে, কোরআন পাকেও অনেক حسن (ভাল) ও احسن (উত্তম) শ্রেণীর বিধান রয়েছে। উদাহরণত প্রতিশোধ নেওয়া ও ক্ষমা করা উভয়টি জায়েয, কিন্তু ক্ষমা করা উত্তম ও শ্রেয় বলা হয়েছে—وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ—অনেক ব্যাপারে কোরআন মানুষকে বৈধ দু'টি পন্থার যে কোন একদিক অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু তন্মধ্যে একটি পন্থাকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলেছে; যেমন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ—অনেক ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছে, কিন্তু বাধ্যবাধকতার উপর আমল করাকে উত্তম বলা হয়েছে। অতএব আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, এসব লোক কোরআনের সাবধানতার বিধানও শুনে বাধ্যবাধকতাও শুনে; কিন্তু অনুসরণ করে বাধ্যবাধকতার উপর এবং احسن ও حسن শ্রেণীর দু'পন্থার মধ্য থেকে احسن—কে অবলম্বন করে।

অনেক তফসীরবিদ এক্ষেত্রে قول—এর অর্থ নিয়েছেন সাধারণ মানুষের কথা-বার্তা। এতে তওহীদ, শিরক, কুফর, ইসলাম, সত্য, মিথ্যা ইত্যাদি সব রকম কথাবার্তাই অন্তর্ভুক্ত। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, যারা কাফির, মু'মিন, সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ নির্বিশেষে সব কথাই শুনে, কিন্তু অনুসরণ উত্তমটিরই করে, তওহীদ ও শিরকের কথা শুনে তওহীদের অনুসরণ করে এবং সত্য ও মিথ্যা

কথা শুনে সত্যের অনুসরণ করে। সত্যেরও বিভিন্ন স্তর থাকলে সর্বোত্তম স্তরের অনুসরণ করে। এ কারণেই তাদেরকে দু'টি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। এক هَدٰهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ হিদায়েত দান করেছেন, ফলে বিভিন্ন প্রকার কথা শুনে বিভ্রান্ত হয় না। দুই—أُولٰٓئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ—অর্থাৎ তারাই বুদ্ধিমান। বস্তুত ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করাই বুদ্ধির কাজ।

তাই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আমর ইবনে নুফায়েল, আবু যর গিফারী ও সালমান ফারসী (রা) প্রমুখ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আমর ইবনে নুফায়েল জাহেলিয়াত যুগেও শিরক ও মূর্তি পূজাকে ঘৃণা করতেন। আবু যর গিফারী ও সালমান ফারসী মুশরিক, ইহুদী, খৃস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতি-নীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(কুরতুবী)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ
يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ
إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝٢١ أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ
ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ أُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٢ اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا
مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ
جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ۭ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ
يَّشَآءُ ۭ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝٢٣

(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন। এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ্ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (২২) আল্লাহ্ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে, সে কি তার

সমান, যে এরূপ নয়ঃ যাদের অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ্ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহ্‌র স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্‌র পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) তুমি কি এ বিষয়টি লক্ষ্য করনি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতপর তাকে যমীনের রন্ধ্রে (অর্থাৎ সেসব অংশে) পৌঁছিয়ে দেন (যেখান থেকে পানি নির্গত হয়ে কূপ ও ঝর্ণার আকারে বের হয়ে আসে।) তারপর (যখন তা নির্গত হয়, তখন) তদ্দ্বারা শস্য উৎপন্ন করেন যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তারপর সে শস্যসমূহ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা সেগুলোকে পীত বর্ণের দেখতে পাও। অতপর (আল্লাহ্ তা'আলা) সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেন। এ (বিষয়গুলোতে) বুদ্ধিমানদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে (যে, হুবহু এমনি অবস্থা মানুষের পার্থিব জীবনের। অর্থাৎ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া। কাজেই এতে নিবিষ্ট হয়ে গিয়ে অনন্ত-সুখ-স্বস্তি থেকে বঞ্চিত থাকা এবং সীমাহীন বিপদ মাথায় চাপিয়ে নেওয়া নিতান্তই বোকামীর কাজ। যদিও আমাদের বর্ণনা যথেষ্ট অলঙ্কারপূর্ণ, কিন্তু তবুও শ্রোতাদের মধ্যে পারস্পরিক বিপুল পার্থক্য রয়েছে।) কাজেই যার বুক ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) আল্লাহ্ তা'আলা খুলে দিয়েছেন (অর্থাৎ ইসলামের মূল বিষয়ে তার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেছে) এবং সে স্বীয় পরওয়ারদিগারের (দেওয়া) নূর (অর্থাৎ হিদায়েতের দাবির) উপর (চলতে) রয়েছে (অর্থাৎ বিশ্বাস স্থাপন করার পর সেমতে কাজ করতে শুরু করেছে) সে এবং সংকীর্ণহৃদয় ব্যক্তিরা কি সমান (যাদের কথা পরে বলা হচ্ছে)? সুতরাং যে সমস্ত লোকের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর দ্বারা (যাতে হুকুম-আহ্‌কাম ও ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত) প্রভাবিত হয় না (অর্থাৎ যারা ঈমান আনে না) তাদের জন্য (কিয়ামতে) রয়েছে বড়ই মন্দ পরিণতি। (আর দুনিয়াতেও) এরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় (বন্দী) রয়েছে। (পরবর্তীতে উল্লিখিত 'নূর' ও 'যিক্‌র'-এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ) আল্লাহ্ তা'আলা বড়ই উত্তম কালাম (অর্থাৎ কোর-আন) অবতীর্ণ করেছেন যা এমন এক কিতাব যে, (গঠনের অনন্যতা এবং অর্থের যথার্থতার দিক দিয়ে) পারস্পারিক সামঞ্জস্যপূর্ণ (এবং যার ভেতরে মানুষের বোঝার জন্য এমন প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় রয়েছে যা) বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (যেমন, আল্লাহ্ বলেছেনঃ -- وَلَقَدْ صَرَّفْنَا যাতে উপকারিতা, তাকীদ এবং দাবি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ অনুরাগের প্রতিও

লক্ষ্য রাখা হয়েছে; শুধু পুনরাবৃত্তিই উদ্দেশ্য নয়। আর এর 'মাসানী' হওয়া অর্থাৎ বার বার পুনরাবৃত্ত হওয়াই এর প্রমাণ যে, এটি পথপ্রদর্শকও বটে।) যদ্দ্বারা সেসব লোকের শরীর কেঁপে উঠে যারা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে। (এটি ইঙ্গিত হল ভয়ের, যদিও তা অন্তরে হয়; শরীরে তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় না এবং সে ভয় জ্ঞান ও ঈমানগত হয়, প্রকৃতি ও স্বভাবগত হয় না।) তারপর তাদের দেহ ও অন্তর বিনম্র হয়ে আল্লাহ্‌র যিক্‌রের (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাবের উপর আমল করার) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়। (অর্থাৎ ভীত হয়ে দৈহিক ও আন্তরিক আমলসমূহ আনুগত্য ও বিনম্রতার সাথে সম্পাদন করে। এবং) এটি (কোরআন) হল আল্লাহ্‌র হিদায়েত। যাকে তিনি ইচ্ছা করেন তার জন্য একে হিদায়েত লাভের উপায় করে দেন। (যেমন, এই মাত্র ভীত লোকদের অবস্থা শোনানো হল।) আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান কেউ তার পথপ্রদর্শক নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ—يَنَابِيْعَ শব্দটি يَنْبُوْع-এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নিয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্দ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাঁচতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা কেবল এ নিয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হন নি, একে সংরক্ষিত করার জন্যও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্তে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পঁচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরপর নদীনালার আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূরায়ে মু'মিনুনের فَاَسْكَنَّاهُ فِى الْاَرْضِ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ— আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রঙ বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রঙই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই

مختلفا শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে حال (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ — অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে সংরক্ষিত করে মানুষের কাজে লাগানো, তদ্দ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূষি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহ্‌র মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চিনার ও জানার উপায় হতে পারে।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ - شرح-এর শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত নিদর্শনাবলী—আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধানে চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قساوت قلب) কোরআনের لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ আয়াতে এবং এস্থলের يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের সামনে اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলে আমরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ঈমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয করলাম। ইয়া রসূলাল্লাহ্ এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন ঃ

الانابة الى دار الخلود و التجافى عن دار الغرور و التاهب للموت قبل نزوله

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান (অর্থাৎ দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা—(রূহুল মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতটি أَفَمَن প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তরফ থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোরপ্রাণ? এর বিপরীতে কঠোরপ্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم শব্দের অর্থ কঠোরপ্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ — এর পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ - এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ তথা উত্তম বাণী। حديث—এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতপর কোরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—১. مُّتَشَابِهًا -এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। ২. مَّثَانِيَ -এটা مثنى—এর বহুবচন। অর্থাৎ কোরআনে একই বিষয়বস্তু বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৩. تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের দেহের লোম শিউরে উঠে। ৪. ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আযাবের কথা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহ্‌র স্মরণে

নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) বলেন, সাহাবায়ে কিরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্ তার দেহকে আগুনের জন্য হারাম করে দেন।—(কুরতুবী)

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ
ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾

(২৪) যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আযাব ঠেকাবে এবং এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ আস্বাদন কর,—সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে আসল যা, তারা কল্পনাও করত না। (২৬) অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করালেন, আর পরকালের আযাব হবে আরও গুরুতর—যদি তারা জানত! (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে ঃ (২৮) আরবী ভাষার এ কোরআন বক্রতামুক্ত, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি নিজের মুখকে কিয়ামতের দিন কঠোর আযাবের ঢাল করে দেবে, এরূপ জালিমদেরকে বলা হবে যে, তোমরা যা করতে, (এখন) তার স্বাদ আস্বাদন কর। সে কি তার সমান হতে পারে, যে এরূপ নয়? (কাফিররা যেন এসব আযাব অস্বীকার না করে। কেননা,) তাদের পূর্ববর্তীরাও (সত্যকে)-মিথ্যা বলেছিল, ফলে তাদের কাছে আযাব এমনভাবে এসেছিল, যা তারা কল্পনাও করত না। আল্লাহ্

তাদের পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। (ভূগর্ভে বিলীন হওয়া, মুখমণ্ডল বিকৃত হওয়া, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ ইত্যাদি আযাবের মাধ্যমে তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছিত হয়েছে।) আর পরকালের আযাব (হবে) আরও গুরুতর—যদি তারা জানত! (উপরে أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ —আয়াতে বলা হয়েছিল যে, কোরআন শুনে কেউ প্রভাবান্বিত হয় এবং কেউ হয় না। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা প্রভাবান্বিত হয় না, তাদের মধ্যে যোগ্যতা ও প্রতিভার অভাব রয়েছে। নতুবা কোরআন সবার জন্যই সমান প্রভাবশালী। এতে কোন ত্রুটি নেই।) আমি মানুষের (হিদায়েতের) জন্য এ কোরআনে সর্বপ্রকার (জরুরী) বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (এর অবস্থা এই যে,) এটা আরবী ভাষার কোরআন, এতে সামান্যও বক্রতা নেই যাতে তারা (এসব সত্য ও পরিষ্কার বিষয়বস্তু শুনে) ভয় করে। (হিদায়েতনামা হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী কোরআনে সন্নিবেশিত রয়েছে। এর বিষয়বস্তু সত্য ও সুস্পষ্ট। এর ভাষাও আরবী, যা আরবের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে সক্ষম। এরপর তাদের মাধ্যমে অন্যদের পক্ষেও বোঝা সহজ। মোটকথা, এই হিদায়েতগ্রন্থে কোন ত্রুটি নেই। কারও মধ্যে কবুল করার যোগ্যতা না থাকলে তার কি প্রতিকার।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَفَمَنْ يَّتَّقِيْ بِوَجْهِهٖ —এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য হাত ও পা-কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আযাব সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতে পারবে। কেননা তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —(নাউযুবিল্লাহ্)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিঁচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا
لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تَخْتَصِمُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ

جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ۝ وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ
وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ
جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ
بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(২৯) আল্লাহ্ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ঃ একটি লোকের উপর পরস্পর-বিরোধী অনেক কয়জন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মাত্র একজন---তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে। (৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হবে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো আল্লাহ্ভীরু। (৩৪) তাদের জন্য পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (৩৫) যাতে আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা (তওহীদপন্থী ও মুশরিক সম্পর্কে) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন; এক (গোলাম) ব্যক্তিতে কয়েকজন অংশীদার, যারা পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, আরেক ব্যক্তি পুরোপুরি একজনেরই (গোলাম)—তাদের উভয়ের অবস্থা কি সমান? (বলা-বাহুল্য, উভয়ে সমান নয়; প্রথম ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত। সে বুঝে উঠতে পারে না যে, কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে এবং কোন্ প্রভুর আদেশ মানবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তি আরামে রয়েছে। তার সম্পর্ক এক প্রভুর সাথেই। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্যক্তি মুশরিক। সে সর্বদা দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। কখনও আল্লাহ্র দিকে এবং কখনও মূর্তি-বিগ্রহের দিকে ছুটাছুটি করে। মূর্তিদের মধ্যেও এককে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, কখনও এক মূর্তির আবার কখনও অন্য মূর্তির পূজা করে। কাফিররাও উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর এছাড়া দিতে পারবে না যে, অনেক প্রভুর যৌথ গোলামের শুধু বিপদই বিপদ। তাই তাদের জন্য দলীল পূর্ণ হয়ে গেছে। দলীলের এই পূর্ণতার কারণে বলা হয়েছে 'আলহামদু লিল্লাহ্' সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু এর পরও তারা কবুল করে না।

কেননা, তাদের অধিকাংশই বোঝে না (এবং বোঝার ইচ্ছাও করে না। অতপর কিয়ামতের সর্বশেষ ফয়সালার উল্লেখ করা হয়েছে। এ ফয়সালা থেকে কেউ গা বাঁচাতে পারবে না। মৃত্যু হলো পরকালে পৌঁছার ভূমিকা ও পথ। তাই আগে মৃত্যুর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, হে পয়গম্বর, যদি তারা দুনিয়াতে কোন ফয়সালা না মানে, তবে আপনি চিন্তিত হবেন না। দুনিয়া থেকে) আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অতপর কিয়ামতের দিন তোমরা (উভয় পক্ষ) তোমাদের পালনকর্তার সামনে (নিজ নিজ) মোকদ্দমা পেশ করবে। (তখন কার্যত ফয়সালা হয়ে যাবে। পরবর্তী فَمَنْ أَظْلَمُ আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে। ফয়সালা হবে এই যে, মূর্তি উপাসকরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে এবং সত্যপন্থীরা মহা পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। বলা বাহুল্য,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকেও শরীক করে) এবং সত্য (অর্থাৎ কোরআন) তার কাছে (রসূলের মাধ্যমে) আসার পরও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক জালিম (ও অসত্যের পূজারী) আর কে হবে? (সে যে জালিম এবং আযাবের যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য। বস্তুত বড় আযাব হচ্ছে জাহান্নামের আযাব। অতএব) এহেন কাফিরদের আবাসস্থল (কিয়ামতের দিন) জাহান্নামে নয় কি? (পক্ষান্তরে) যারা সত্য নিয়ে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অথবা রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের কাছে) আগমন করেছে এবং (নিজেরাও) সত্যকে সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে, (অর্থাৎ যারা সত্যবাদী এবং সত্যায়নকারী যেমন প্রথমোক্তরা মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা সাব্যস্তকারী ছিল) তারাই আল্লাহ্‌ভীরু। (তাদের ফয়সালা এই যে,) তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটা সৎকর্মীদের পুরস্কার, (এজন্য), যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মন্দকর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের বিনিময়ে তাদেরকে সওয়াব দান করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ—যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীত কালে মরে গেছে, তাকে مَيْتٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসূলে করীম (সা)-কে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গত একথাও বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকুলের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সা) মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইন্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।—(কুরতুবী)

হাশরের আদালতে মযলুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে? ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ——হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এখানে انكم শব্দের মধ্যে মু'মিন, কাফির, মুসলমান, জালিম ও মযলুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা জালিমকে মযলুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালিম ব্যক্তির কিছু সৎকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে মযলুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে। তার কাছে কোন সৎকর্ম না থাকলে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) এক দিন সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা তো তাকেই নিঃস্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থ-কড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থ-কড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব মযলুম সবাই আল্লাহ্র সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবি করবে।——ফলে তার সৎকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। যদি তার সৎকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং মযলুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে মযলুমের গোনাহ্ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব এ ব্যক্তি সবকিছু থাকা সত্ত্বেও কিয়ামতে নিঃস্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃস্ব।

তিবরানীতে বর্ণিত আবূ আইয়্যুব আনসারীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার আদালতে সর্বপ্রথম স্বামী ও স্ত্রীর মোকদ্দমা পেশ হবে। সেখানে জিহবা কথা বলবে না, বরং স্ত্রীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার স্বামীর প্রতি কি কি দোষ আরোপ করত। এমনিভাবে স্বামীর হাত-পা সাক্ষ্য দেবে সে কিভাবে তার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাত। অতপর প্রত্যেকের সামনে তার চাকর-চাকরানী উপস্থিত হবে এবং তাদের অভিযোগের ফয়সালা করা হবে। এরপর বাজারের যে সব লোকের সাথে তার কাজ-কারবার ও লেনদেন ছিল, তারা উপস্থিত হবে। সে কারও প্রতি জুলুম করে থাকলে তাকে তার হক দিতে বাধ্য করা হবে।

জুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেওয়া হবে কিন্তু ঈমান দেওয়া হবে না ঃ তফসীরে মযহারীতে লিখিত আছে, মযলুমের হকের বিনিময়ে জালিমের আমল দেওয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেওয়া হবে। কেননা, সব জুলুমই কর্মগত গোনাহ্‌---কুফর নয়। কর্মগত গোনাহ্‌সমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ চিরকাল জান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, জালিমের ঈমান ব্যতীত সব সৎকর্মই যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না, বরং মযলুমদের গোনাহ্‌ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গেনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

كَذَّبَ بِالصِّدْقِ এবং اَلَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ এ দু'জায়গায় صِدْق-এর অর্থ রসূলুল্লাহ্‌ (সা) আনীত শিক্ষাসমূহ, তা কোরআনই হোক অথবা হাদীস হোক। صَدَّقَ بِهٖٓ বাক্যে এর সত্যায়নকারী সব মু'মিন-মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى
انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ
ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿۴۰﴾
اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ
ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ﴿۴۱﴾

(৩৬) আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে গোমরাহ্ করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ্ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে---আল্লাহ্। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। সত্বরই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননাকর আযাব এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে। (৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাযিল করেছি মানুষের কল্যাণকল্পে। অতপর যে সৎপথে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্য দায়ী নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা কি তাঁর বান্দার [অর্থাৎ বিশেষভাবে মোহাম্মদ (সা)-এর হিফাযতের] জন্য যথেষ্ট নন? (অর্থাৎ তিনি তো সবার হিফাযতের জন্যই যথেষ্ট। এমতাবস্থায় তাঁর প্রিয় বান্দার হিফাযতের জন্য যথেষ্ট হবেন না কেন?) বস্তুত তারা (এমন নির্বোধ যে, খোদায়ী হিফাযতের ব্যাপারে অজ্ঞ সেজে) আপনাকে আল্লাহ্ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্যদের ভয় দেখায়। (অথচ তারা নিষ্প্রাণ ও অক্ষম। সক্ষম হলেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় অক্ষমই হত। আসল ব্যাপার এই যে,) আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনও পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। (অতপর আল্লাহ্র কুদরত বর্ণনা করে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়েছে যে,) আল্লাহ্ কি (তাদের মতে) পরাক্রমশালী (ও) প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (কাজেই আপনাকে ভয় দেখানো নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? আশ্চর্যের বিষয় যে, আল্লাহ্র কুদরত তারাও স্বীকার করে। সেমতে) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। (তাই) আপনি (তাদেরকে) বলুন, (তোমরা যখন আল্লাহ্কে একক স্রষ্টা স্বীকার কর, তখন) তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ আমাকে কোন কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করেন, তবে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? (এতে আল্লাহ্র কুদরত প্রমাণিত হয়ে গেল।) আপনি বলুন, (এতে প্রমাণিত হল যে,) আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই

উপর নির্ভর করে। (তাই আমিও তাঁরই উপর নির্ভর ও ভরসা করি এবং তোমাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার আদৌ পরওয়া করি না। যেহেতু তারা এসব কথা শুনেও তাদের ভ্রান্ত ধারণায় অটল, তাই আপনাকে সর্বশেষ জওয়াব এই শেখানো হচ্ছে যে,) আপনি বলুন, (যদি এতেও তোমরা না মান, তবে তোমরাই জান,) তোমরা তোমাদের অবস্থায় কাজ করে যাও, আমিও (নিজের মতে) কাজ করছি। (অর্থাৎ তোমরা যখন মিথ্যা পথ ত্যাগ করছ না, তখন আমি সত্য পথ ত্যাগ করব কেন? সত্বরই, তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে, যার কাছে (দুনিয়াতে) অবমাননাকর আযাব আসে এবং (মৃত্যুর পর) চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসবে। [সেমতে দুনিয়াতে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে তারা শাস্তি পেয়েছে। এরপর পরকালে আসবে চিরস্থায়ী আযাব। এপর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-কে শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন থেকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে অতপর কাফির ও সাধারণ মানুষের প্রতি মহত্ত্ববোধের কারণে তাদের কুফর ও অস্বীকার দেখে তিনি যে ব্যথা অনুভব করতেন, সেদিকে লক্ষ্য করে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছেঃ] আমি আপনার প্রতি সত্যসহ এ কিতাব (মানুষের কল্যাণের) জন্য নাযিল করেছি। (আপনার কর্তব্য শুধু একে পৌঁছানো। এরপর) যে ব্যক্তি সৎপথে আসবে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই আসবে, আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আপনি তাদের উপর (এমন) তত্ত্বাবধায়ক নন (যে, তাদের পথভ্রষ্টতার কৈফিয়ত আপনার কাছে তলব করা হবে। সুতরাং আপনি তাদের পথভ্রষ্টতা দেখে চিন্তিত হবেন কেন?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ —কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সেজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছেন বিশেষ বান্দা অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে-কোন বান্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কিরআত عِبَادَهٗ বর্ণিত আছে। এ কিরাআত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যই যথেষ্ট।

শিক্ষা ও উপদেশঃ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ —অর্থাৎ কাফিররা

আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্গ সাধারণত মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি কাফিরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুধাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্য কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ-কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকরির ক্ষেত্রে আল্লাহ্র বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসার বর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পড়েনের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাদের হিফাযতের জন্য যথেষ্ট নন? তোমরা খাঁটিভাবে আল্লাহ্র জন্য গোনাহ্ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহ্র বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহ্র সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশির চেয়ে বেশি চাকরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টায় থাকা মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরী ত্যাগ করা উচিত।

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ
الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَاۗءَ ۭ قُلْ اَوَلَوْ
كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـــًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ۝ قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۭ لَهٗ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ
قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَاِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا
هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝

(৪২) আল্লাহ্ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৩) তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাম্রাজ্য। অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলাই হরণ (অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়) করেন (সেসব) প্রাণ, (যাদের মৃত্যুর সময় এসে গেছে।) তাদের মৃত্যুর সময় পুরোপুরিভাবে জীবনাবসান ঘটিয়ে আর যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন তাদের নিদ্রার সময়। (এই প্রাণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করা হয় না, এক প্রকার জীবন বাকী থাকে; কিন্তু উপলব্ধি থাকে না। মৃত্যুতে জীবন ও উপলব্ধি উভয়ই শেষ হয়ে যায়।) অতপর যার মৃত্যু অবধারিত করেন, তার প্রাণ আটকিয়ে রাখেন। (অর্থাৎ দেহে ফিরে আসতে দেন না) এবং অন্য প্রাণ (যা নিদ্রার কারণে নিষ্ক্রিয় ছিল এবং যার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি, তাকে) এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। (ফলে সে দেহে ফিরে এসে পূর্বের মত কাজকর্ম করতে পারে।) এতে (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এ কর্মকাণ্ডে) চিন্তাশীল লোকদের জন্য (আল্লাহ্‌র কুদরত ও এককভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালনার) নিদর্শনাবলী রয়েছে, (যদ্দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়।) তারা কি (তওহীদের এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও) আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে (উপাস্য) স্থির করেছে, যারা (তাদের) সুপারিশ করবে? (মুশরিকরা তাদের প্রতিমা সম্পর্কে বলত : هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ) আপনি বলুন, যদিও তারা (অর্থাৎ তোমাদের মনগড়া সুপারিশকারীরা) কিছুই ক্ষমতা রাখে না এবং কিছুই বোঝে না? (তবুও কি তোমরা মনে করতে থাকবে যে, তারা তোমাদের সুপারিশ করবে? তোমরা কি এতটুকুও জান না যে, সুপারিশ করার জন্য জ্ঞান ও উপযুক্ত ক্ষমতা থাকা অপরিহার্য যা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত? এখানে মুশরিকরা বলতে পারত যে, প্রস্তর নির্মিত এসব মূর্তি আমাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং এগুলো ফেরেশতা অথবা জিনদের প্রতিকৃতি। তারা তো প্রাণশীল এবং ক্ষমতা ও জ্ঞানের অধিকারী। তাই এর জওয়াব শেখানো হয়েছে যে,) আপনি (আরও) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলারই ক্ষমতাধীন (তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন ফেরেশতা অথবা মানুষের পক্ষে কারও জন্য সুপারিশ করার সাধ্য নেই। আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতির জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক—যে সুপারিশ করবে সে আল্লাহ্‌র প্রিয়জন হবে। দুই—যার জন্য সুপারিশ করবে, তার ক্ষমাযোগ্য হতে হবে। মুশরিকদের প্রতিমা যদি জিন ও শয়তানের প্রতিকৃতি হয়, তবে অনুমতি লাভের উভয় শর্তই অনুপস্থিত।

সুপারিশকারী জ্বিন ও শয়তান আল্লাহ্‌র প্রিয়জন নয় এবং মুশরিকরাও ক্ষমাযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে যদি তাদের মূর্তি ফেরেশতা অথবা পয়গম্বরগণের প্রতিকৃতি হয়, তবে প্রথম শর্ত উপস্থিত থাকলেও দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। কারণ, মুশরিকদের মধ্যে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্যতা নেই। অতপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্‌র শান এই যে,) আসমান ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই; অতপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (তাই সবকিছু ছেড়ে তাঁকেই ভয় কর, তাঁরই ইবাদত কর। কাফির ও মুশরিকদের অবস্থা এই যে,) যখন এককভাবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র আলোচনা করা হয়,(বলা হয় যে, তিনি এককভাবে সমগ্র বিশ্বের ভালমন্দের সর্বময় মালিক) তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের আলোচনা করা হয় (এককভাবে অথবা আল্লাহ্‌র আলোচনার সাথে সংযুক্ত করে) তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য ঃ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ

مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا —توفى-এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষণই আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ্‌ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ্‌ তা'আলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তফসীরে মযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। অভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে 'আলমে মিছাল' অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন অভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তখন দেহের জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে تَوَفّٰى শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রা)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।" তিনি আরও বলেন, "নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায়; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।"

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ
بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي
الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ
وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا
كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا
ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰي عِلْمٍ ۭ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى
عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۭ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ
هٰٓؤُلَاۗءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۗءُ وَيَقْدِرُ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

(৪৬) বলুন, হে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহ্গারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কিয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না। (৪৮) আর দেখবে, তাদের দুষ্কর্ম-সমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে. এরপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত দান করি তখন সে বলে এটা তো আমি পূর্বের জানা মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত অতপর তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদে ফেলেছে. এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদের শত্রুতায় চিন্তিত হবেন না এবং আল্লাহ্র কাছে দোয়ায়) বলুন হে আল্লাহ্, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই (কিয়ামতের দিন) আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (অর্থাৎ আপনি তাদের ব্যাপার আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সমর্পণ করুন। তিনি নিজে কার্যত ফয়সালা করে দেবেন। এই ফয়সালার সময় ও অবস্থা এই হবে যে,) যদি যুলুম (অর্থাৎ শিরক ও কুফর)-কারীদের কাছে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু-সামগ্রী থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা তা কিয়ামতের দিন শোচনীয় আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য (নিদ্বিধায়) দিয়ে দেবে, (যদিও তা কবূল করা হবে না, যেমন সূরা মায়েদায় আছে—مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তারা এমন ব্যাপারের সম্মুখীন হবে, যা তারা কল্পনাও করত না। (কেননা, প্রথমত তারা পরকাল অস্বীকার করত, এরপরও দাবি করত যে, সেখানেও তারা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করবে। তখন) তারা দেখতে পাবে তাদের যাবতীয় দুষ্কর্ম এবং যে (শাস্তির) বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নেবে। (মুশরিক তো মিথ্যা উপাস্যদের আলোচনায় সন্তুষ্ট এবং কেবল আল্লাহ্র আলোচনায় অসন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু) যখন (মুশরিক) লোককে কোন দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে, তখন (যাদের আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকত, তাদের সবাইকে ছেড়ে) আমাকেই ডাকতে শুরু করে। অতপর আমি যখন তাকে আমার পক্ষ থেকে কোন নিয়ামত দান করি, তখন (সে তওহীদে কায়েম থাকে না, যার সত্যতা তার নিজের স্বীকারোক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছিল। সেমতে সে এই নিয়ামতকে আল্লাহ্র নিয়ামত বলে না, বরং) বলে, এটা তো আমি (আমার) পূর্ব জানামতেই প্রাপ্ত হয়েছি। (এভাবে সে পূর্বের ন্যায় শিরকে ফিরে যায় এবং মিথ্যা উপাস্যদের পূজায় লেগে

যায়। অতপর আল্লাহ্ তার উক্তি খণ্ডন করে বলেন যে, এটা তার নিজের তদ্বিরের ফলশ্রুতি নয়,) বরং এটা (অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামত) একটা পরীক্ষা। (আল্লাহ্ দেখতে চান যে, নিয়ামত পেয়ে মানুষ তাকে ভুলে গিয়ে কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, নাকি তাকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা বোঝে না। (তাই একে নিজের তদ্বিরের ফলশ্রুতি বলে এবং শিরকে লিপ্ত হয়।) তাদের (কোন কোন) পূর্ববর্তীরাও একথা বলত (যেমন, কারূন বলেছিল, إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي —নমরূদ, ফেরাউনও কোন নিয়ামতকে আল্লাহ্র নিয়ামত বলত না। উপার্জিত ও ইচ্ছাধীন নয়, এমন নিয়ামতকে তারা ঘটনাচক্রের দিকে এবং উপার্জিত ও ইচ্ছাধীন নিয়ামতকে কৌশল ও জ্ঞানগরিমার সাথে সম্পৃক্ত করত।) অতপর তাদের কর্মতৎপরতা তাদের কোনই কাজে আসেনি (এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি)। তাদের দুষ্কর্ম তাদেরকে বিপদেই ফেলেছে (এবং তারা শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের লোকেরাও যেন মনে না করে যে, যা হওয়ার ছিল পূর্ববর্তীদের সাথেই হয়ে গেছে, বরং) তাদের মধ্যেও যারা যালিম, তাদেরকেও অতিসত্বর তাদের দুষ্কর্ম বিপদে ফেলবে। তারা (আল্লাহ্ তা'আলাকে) প্রতিহত করতে পারবে না। (সেমতে বদর যুদ্ধে তাদের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। যারা আল্লাহ্র নিয়ামতকে নিজেদের তদ্বিরের ফলশ্রুতি মনে করে, অতপর তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ তারা কি (অবস্থাদি দেখে) জানেনি যে, আল্লাহ্ তা'আলাই যার জন্য ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) তা হ্রাস করেন। এতে (চিন্তা করলে) বিশ্বাসী লোকদের জন্য (এ বিষয়ের) নিদর্শনাবলী রয়েছে (যে, তিনিই রিযিক বৃদ্ধি করেন এবং হ্রাস করেন—তদ্বির সত্যিকার কর্তা নয়। সুতরাং এসব নিদর্শন নিয়ে যারা চিন্তা-ভাবনা করবে, সে তদ্বিরকে সবকিছু মনে করবে না, তওহীদে বিশ্বাসী হবে এবং সুখে ও দুঃখে তার কথা ও কাজ পরস্পরবিরোধী হবে না।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ —সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্য উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (র) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি, যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়। অতপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ —(কুরতুবী)

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ — হযরত সুফিয়ান সওরী (র) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো ইবাদতকারীরা, এ আয়াত তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্য সৎকর্ম করত এবং লোকেরাও তাদেরকে সৎ মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব সৎকর্ম পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহ্র কাছে এরূপ সৎকর্মের কোন পুরস্কার ও সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে থাকবে। —(কুরতুবী)

সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ ঃ হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত হোসাইন (রা)-এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ আয়াতখানি তিলাওয়াত করলেন, অতপর বললেন ঃ সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে খট্‌কা দেখা দেয়, তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও। রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা উচিত।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ

اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى

رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾
وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ
فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِيْ
لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٥٧﴾ اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِيْ
كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾ بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا
وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا
عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي
اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۚ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦١﴾

(৫৩) বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৫৪) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না; (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বে, (৫৬) যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ্ সকাশে আমি কর্তব্যে অবহেলা করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ্ যদি আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেযগারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্ম-পরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতপর তুমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (প্রশ্নকারীদের জওয়াবে আমার একথা) বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ, যারা (কুফর ও শিরক করে) নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না (এবং এরূপ মনে করো না যে, ঈমান আনার পর অতীত কুফর ও শিরকের হিসাব নেওয়া হবে। এমন নয়, বরং) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা (ইসলামের বরকতে) সমস্ত (অতীত) গোনাহ্ (কুফর ও শিরক হলেও) মাফ করে দেবেন। বাস্তবিক তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (ক্ষমার এ শর্ত কুফর থেকে তওবা করা ও ইসলাম গ্রহণ করা। তাই) তোমরা (তওবা করার জন্য) তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এবং (ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) তাঁর আজ্ঞাবহ হও (ইসলাম গ্রহণ না করা অবস্থায়) তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে। তখন (কারও পক্ষ থেকে) তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে কুফর ও শিরক সবই মাফ হয়ে যাবে এবং ইসলাম গ্রহণ না করলে কুফর ও শিরকের কারণে আযাব আসবে, যা প্রতিহত করা যাবে না। অতএব তোমাদের উচিত যে,) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত উত্তম বিধানাবলী মেনে চল, তোমাদের কাছে অতর্কিতে ও অজ্ঞাতসারে পরকালের আযাব আসার পূর্বে। ('অতর্কিতে' বলার এক কারণ এই যে, প্রথম ফুঁকের পর সব প্রাণ অজ্ঞান হয়ে যাবে, অতপর দ্বিতীয় ফুঁকের পর হঠাৎ আযাব অনুভূত হতে থাকবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পূর্বে আযাবের স্বরূপ সম্পর্কিত কোন ধারণাই থাকবে না। কাজেই ধারণার বিপরীতে আযাব আসাকেই 'অতর্কিতে' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোক্ত আদেশ দেওয়ার কারণ) যাতে (কাল কিয়ামতে) কেউ (একথা) না বলে যে, হায়, আমি আল্লাহ্ সকাশে আমার কর্তব্যে অবহেলা করেছি। আমি তো ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম অথবা (এমন) না বলে যে, আল্লাহ্ যদি (দুনিয়াতে) আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও পরহেযগারদের একজন হতাম। (কিন্তু আমি পথপ্রদর্শন থেকেই বঞ্চিত ছিলাম, তাই এ ত্রুটি ও অবহেলা হয়েছে। অতএব আমি ক্ষমার যোগ্য।) অথবা কেউ আযাব প্রত্যক্ষ করে (যেন) না বলে যে, যদি কোনরূপে একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (দ্বিতীয় উক্তির জওয়াবে বলা হয়েছে ঃ) হ্যাঁ, তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ পৌঁছেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে, (এবং সে মিথ্যা বলা কোন সন্দেহবশত ছিল না; বরং) তুমি অহংকার করেছিলে এবং (পরেও ঠিক হওনি; বরং) কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (কাজেই এখন একথা বলা ঠিক নয় যে, তোমাকে পথপ্রদর্শন করা হয়নি। অতপর কাফির এবং কুফর থেকে তওবাকারী উভয়ের শাস্তি ও প্রতিদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।) আপনি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কাল দেখবেন যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (অর্থাৎ আল্লাহ্ যা করতে বলেননি, যেমন কুফর ও শিরক—তা আল্লাহ্ করতে বলেছেন বলে এবং আল্লাহ্ যা করতে বলেছেন, যেমন, কোরআনের আদেশ-নিষেধ, তা আল্লাহ্ করতে বলেননি বলে।) এসব অহংকারীর আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?

আর যারা (কুফর ও শিরক থেকে) বেঁচে থাকত, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাফল্যের সাথে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। তাদেরকে (সামান্য অনিষ্টও) স্পর্শ করবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না। (কেননা জান্নাতে চিন্তা নেই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا—হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল। আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল। তারা এসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আরয করলঃ আপনি যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি, তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড় গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়। সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহ্র রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, এই আয়াতটি গোনাহ্গারদের জন্য কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ—আয়াতই হল সর্বাধিক আশার আয়াত।

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم—এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ইত্যাদি যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব হচ্ছে কোরআন।—(কুরতুবী)

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ ..... مِنَ الْمُحْسِنِينَ—এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বেকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফির, পাপাচারীরও আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ্ তার সমস্ত অতীত গোনাহ্ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর

পূর্বে। মৃত্যুর পরে কিয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাফির ও পাপাচারী কিয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে পথপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যত জানা যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বেকার। কিয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি স্মরণ করে বলবেঃ يَاحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُ فِىْ جَنْبِ اللّٰهِ— এরপর ওযর ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ্ হিদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুত্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হত! আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌র মাগফিরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি--মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلٰى قَدْ جَاءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا—আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়েত করলে আমরা পরহিযগার হয়ে যেতাম----এখানে কাফিরদের এ উক্তির জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ্ পুরোপুরিই হিদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হিদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেন নি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহীর পথ অবলম্বন করেছে, তজ্জন্য সে নিজেই দায়ী।

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَىِٕنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

(৬২) আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মূর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহ্র শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহ্রই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বুঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর রক্ষক। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই আয়ত্তে। (অর্থাৎ এগুলোর স্রষ্টাও তিনি এবং রক্ষকও তিনি। وكيل শব্দের ভাবার্থ তাই। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণও তাঁরই কাজ। এটা لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ভাবার্থ। কেননা যার হাতে ভাণ্ডারের চাবি থাকে, স্বভাবত সেই তার নিয়ন্ত্রণের মালিক হয়ে থাকে। সমস্ত সৃষ্ট জগতের স্রষ্টাও যখন তিনিই, তখন ইবাদতও শুধু তাঁরই হওয়া উচিত এবং শাস্তি ও প্রতিদানের মালিকও তাঁরই হওয়া উচিত। এটাই তওহীদের সারমর্ম। আল্লাহ্র এসব ক্ষমতা মুশরিকরাও স্বীকার করত। সুতরাং তাদের কর্তব্য ছিল তওহীদকে মেনে নেওয়া। তাই বলা হয়েছে ঃ) যারা (এরপরও) আল্লাহ্র (তওহীদ, প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়বস্তু সম্বলিত) আয়াতসমূহ মানে না,

তারা খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তারা নিজেরা তো কুফর ও শিরকে জড়িত ছিলই, এখন তাদের সাহস এত বেড়েছে যে, আপনাকেও তাদের ধর্মে নেওয়ার জন্য বলে। অতএব) আপনি বলে দিন, হে মূর্খের দল, (তওহীদ সপ্রমাণ ও শিরক বাতিল হওয়ার পরও) তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে আদেশ কর? (আপনি কুফর ও শিরক কিরূপে করতে পারেন, যখন) আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে যে, (প্রত্যেক উম্মতকে বলে দিন,) যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থির কর, তবে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কাজেই কখনও শিরক করো না) বরং আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁরই কৃতজ্ঞ থাক। (অতএব মুশরিকরা যে আপনার কাছে শিরক আশা করে এটা বোকামি নয় তো কি? পরিতাপের বিষয়) তারা আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও সম্মান বুঝেনি যেমন বোঝা উচিত ছিল। সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মুঠিতে থাকবে কিয়ামতের দিন এবং সমগ্র আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। তিনি তাদের শিরক থেকে পবিত্র ও উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ—مقاليد শব্দটি مقلاد অথবা مقليد-এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে کلید বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে قليد করা হয়েছে। এরপর এর বহুবচন مقاليد ব্যবহৃত হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশে ও পৃথিবীতে লুক্কায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহ্র হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ—এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নিয়ামত দান করেন। ইবনে জওযী এ ধরনের রেওয়ায়েতকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ধর্তব্য হতে পারে।---(রূহুল মা'আনী)

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ

কিয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহ্‌র মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ ভাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু متشابهات-এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ্‌র যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিশুদ্ধ। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করো না। আল্লাহ্ এগুলো থেকে পবিত্র। سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

পরবর্তী আলিমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে' এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ
اللّٰهُ ۭ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ
بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاۗءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا
يَفْعَلُوْنَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَاۗءُوْهَا
فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ
عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَاۗءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۭ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۝ قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ
إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتّٰٓى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَ
قَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ
اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ
يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

(৬৮) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে---তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৭০) প্রত্যেকে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবগত। (৭১) কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাফিরদের প্রতি শাস্তির হুকুমই বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (৭৫) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহ্র।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উল্লিখিত কিয়ামতের দিন) শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। (অতপর জীবিতরা মরে যাবে এবং মৃতদের রূহ্ বেহুঁশ হয়ে যাবে।) কিন্তু আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন (সে বেহুঁশ হওয়া ও মরে যাওয়া থেকে মুক্ত থাকবে)। অতপর আবার শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে---তৎক্ষণাৎ সবাই (জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ হয়ে কবর থেকে) দণ্ডায়মান হয়ে (চতুর্দিকে) দেখতে থাকবে। (অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটলে স্বভাবত যেরূপ হয়। অতপর আল্লাহ্ তা'আলা হিসাবের জন্য তাঁর উপযুক্ত শান অনুযায়ী বিরাজমান হবেন এবং) যমীন তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, (সবার) আমলনামা (প্রত্যেকের সামনে) স্থাপন করা হবে এবং পয়গম্বরগণ ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে (সাক্ষীর অর্থ ব্যাপক। এতে পয়গম্বর, ফেরেশতা, উম্মতে-মোহাম্মদী এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতি সবই অন্তর্ভুক্ত।) এবং সবার মাঝে (আমলঅনুযায়ী) ন্যায়বিচার করা হবে; তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (অর্থাৎ কোন সৎকর্ম গোপন করা হবে না এবং কোন পাপকর্ম বাড়িয়ে দেখানো হবে না।) প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। (সৎকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্য হল প্রতিফল হ্রাস না করা এবং পাপকর্মের প্রতিফল পূর্ণ হওয়ার মানে তাতে বৃদ্ধি না করা।) তিনি সমস্তের কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সুতরাং প্রত্যেককে তদনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। প্রতিফল এই যে,) যারা কাফির, তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে (ধাক্কা মেরে মেরে লাঞ্ছনার সাথে) নিয়ে যাওয়া হবে। (কুফরের প্রকার ও স্তর বিভিন্ন হওয়ার কারণে দলে দলে ভাগ করে নেওয়া হবে। এক এক প্রকার কাফিরদের এক একটি দল হবে।) যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌঁছাবে, তখন দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের রক্ষী (ফেরেশতা)-গণ (ভর্ৎসনা করে) বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে (যাতে তোমাদের জন্য উপকার লাভ কঠিন না হয়) পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে সতর্ক করত? কাফিররা বলবে, হ্যাঁ' (পয়গম্বর এসেছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন,) কিন্তু আযাবের ওয়াদা কাফিরদের প্রতি পূর্ণ হয়ে গেছে (এটা ওযরখাহী নয়; বরং স্বীকারোক্তি যে, সতর্ক করা সত্ত্বেও আমরা কুফর করেছি। ফলে আমরা কাফিরদের জন্য প্রতিশ্রুত শাস্তির সম্মুখীন হয়েছি। বাস্তবিকই আমরা অপরাধী। অতপর) বলা হবে, (অর্থাৎ ফেরেশতাগণ বলবে---) জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং চিরকাল এখানে থাক। (আল্লাহ্র বিধানাবলীর ব্যাপারে) অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। (এরপর তাদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। অন্য এক আয়াতে আছে عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ) আর যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত (এর প্রথম স্তর ঈমান এবং পরবর্তীতে আরও বহু

স্তর রয়েছে—) তাদেরকে (আল্লাহ্ ভীতির স্তর অনুযায়ী) দলে দলে জান্নাতের দিকে (উৎসাহভরে দ্রুত) নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের (পূর্ব থেকে) উন্মুক্ত দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাবে (যাতে প্রবেশ বিলম্ব না হয়। সম্মানিত মেহমানদের জন্য পূর্ব থেকেই দরজা খোলা রাখা হয়—অন্য আয়াতে আছে—— وَفُتِحَتْ لَهُمُ الْأَبْوَابُ) এবং জান্নাতের রক্ষী (ফেরেশতা)-রা তাদেরকে (অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে) বলবে, আস্‌সালামু আলাইকুম, তোমরা সুখে থাক। অতএব এতে (জান্নাতে) চিরকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ কর। তারা (তখন প্রবেশ করবে। প্রবেশ করে) বলবে, আল্লাহ্‌র লাখো শুকরিয়া যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এই ভূমির অধিবাসী করেছেন। আমরা জান্নাতে যথা ইচ্ছা বাস করব। (অর্থাৎ প্রত্যেকেই প্রশস্ত জায়গা পেয়েছি। খুব স্বচ্ছন্দে চলাফের করা যাবে। বসবাস তো নিজের জায়গাতেই হবে, ভ্রমণ ইত্যাদি অন্য জান্নাতীর জায়গাও হবে। মোটকথা,) সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কার কতই চমৎকার! (এ বাক্য জান্নাতীদেরও হতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলারও হতে পারে।) আপনি ফেরেশতাগণকে দেখবেন যে, (হিসাবের এজলাসে অবতরণের সময়) আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। সমস্ত বান্দার মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। (এই সুবিচারের কারণে চতুর্দিক থেকে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হবে এবং) বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। (তিনিই চমৎকার এ ফয়সালা করেছেন। অতপর এ ধন্যবাদসূচক ধ্বনির মধ্যে দরবার সমাপ্ত হয়ে যাবে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صعق —فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

এর শাব্দিক অর্থ বেহুঁশ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেহুঁশ হবে, অতপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেহুঁশ হয়ে যাবে।—(বয়ানুল কোরআন) إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ——দুররে মনসুরের রেওয়ায়েত অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা—জিবরাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়ায়েত অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিংগা ফুঁকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ্ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صعق—এর পরিবর্তে فزع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِيْئَ بِالنَّبِيِّيْنَ وَالشُّهَدَاءِ——অর্থাৎ হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষিগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে—— وَجِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ——ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে—— مَعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ——উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে : وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ——

تَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ——উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের নিজেদের প্রাসাদ ও বাগবাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য জান্নাতীদের কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্য গমন করার অনুমতিও দেওয়া হবে।---(তিবরানী) আবু-নয়ীম ও জিয়ার এক রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত সুগভীর যে, বাড়িতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায় আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ধৈর্য ধরতে পারি না। কিন্তু যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ মৃত্যুর পর আপনি তো জান্নাতে পয়গম্বরগণের সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরূপে দেখব? রসূলুল্লাহ্ (সা) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে জিবরাঈল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا -

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পয়গম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

الحقنا الله بهم بمنه وكرمه——

سورة المؤمن

সূরা মু'মিন

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৮৫, রুকূ ৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ○ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ غَافِرِ الذَّنْۢبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ اِلَيْهِ
الْمَصِيْرُ ○ مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ
تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ ○ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ
وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا
بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○ وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ
عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ○ اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا
سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ○ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ
وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে শুরু ঃ

(১) হা-মীম----(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাফিররাই কেবল আল্লাহ্‌র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল; আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জান্নাতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৯) এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহা সাফল্য।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হা-মীম-(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন।) এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত উপাস্য নেই। তাঁরই (দিকে সবাইকে) প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সুতরাং কোরআন পাক ও তওহীদের ব্যাপারে বিতর্ক করা উচিত নয়। কিন্তু এর পরেও) আল্লাহ্‌র আয়াত (অর্থাৎ তওহীদসম্বলিত কোরআন) সম্পর্কে কেবল তারাই বিতর্ক করে, যারা (এতে) অবিশ্বাসী। (তাদের এই অবিশ্বাসের কারণে তাদেরকে শাস্তি দেওয়াই উচিত ছিল কিন্তু ত্বরিত শাস্তি না দেওয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে কিছুদিন অবকাশ দেওয়া।) অতএব তাদের নগরীসমূহে (অবাধে সাংসারিক কাজ-কারবারের জন্য) বিচরণ যেন আপনাকে ধোঁকা না দেয়। (এতে আপনি মনে করবেন না যে, তারা এমনিভাবে শাস্তি ও আযাব থেকে বেঁচে থাকবে এবং আরামে দিন কাটাবে। তাদের ধরপাকড় অবশ্যই হবে দুনিয়া ও

পরকাল উভয় জায়গায়ই, কিংবা শুধু পরকালে। সেমতে) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং পরবর্তী অন্যান্য দলও (যেমন আদ, সামূদ ইত্যাদি সত্যধর্মের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় (অর্থাৎ তাদের মধ্যে যারা মু'মিন ছিল না, তারা) নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল (আক্রমণ করে হত্যা করতে চেয়েছিল।) এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যকে বানচাল করে দিতে পারে। অতপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। দেখুন আমার শাস্তি কেমন হয়েছে! (দুনিয়াতে যেমন তাদের শাস্তি হয়েছে) এমনিভাবে কাফিরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা (পরকালে) জাহান্নামী হবে। (অর্থাৎ ইহকালেও শাস্তি হয়েছে, পরকালেও হবে। এমনিভাবে কুফরের কারণে বর্তমান যুগের কাফিরদেরও ধরপাকড় হবে উভয় জাহানে অথবা পরকালে। পক্ষান্তরে তওহীদপন্থী ও মু'মিন সম্প্রদায় এত সম্মানিত যে, নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনায় মশগুল থাকে। এটা এ বিষয়ের আলামত যে, তারা একাজের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। কারণ, তাদের নিয়ম এই যে, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ তারা কেবল আদিষ্ট কাজই করে। এতে করে প্রমাণিত হয় যে, মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র। বলা হয়েছেঃ) আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং আরশের চারপাশে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য (এভাবে) দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার (ব্যাপক) রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত (সুতরাং মু'মিনদের প্রতি যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রহমত হবে---তাদের এ ঈমান আপনার জানাও আছে।) সুতরাং যারা (কুফর ও শিরক থেকে) তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন---হে আমাদের পালনকর্তা, এবং (জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে) তাদেরকে চিরকাল বসবাসের জান্নাতে দাখিল করুন, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা (জান্নাতের) উপযুক্ত (অর্থাৎ মু'মিন তারা এসব মু'মিনের সমপর্যায়ের না হলেও) তাদেরকেও দাখিল করুন। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাদের জন্য আরও দোয়া এই যে,) তাদেরকে (কিয়ামতের দিন সর্বপ্রকার) অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন (যেমন, হাশরের ময়দানের অস্থিরতা)। আপনি যাকে সেদিন অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি (বিরাট) অনুগ্রহ করবেন। এটাই (অর্থাৎ মাগফিরাত, সর্বপ্রকার আযাব থেকে হিফাযত ও জান্নাতে প্রবেশ) মহা সাফল্য। (সুতরাং আপনার মু'মিন বান্দাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখবেন না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার বৈশিষ্ট্য ও ফযীলতঃ এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা 'হা-মীম' বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে 'আল-হা-মীম' অথবা 'হাওয়ামীম' বলা

হয়। হযরত ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কেদাম বলেন, এগুলোকে عرائس অর্থাৎ নববধূ বলা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্যাস থাকে, কোরআনের নির্যাস হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম।----(ফাযায়েলুল কোরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের বসবাসের জন্য জায়গার খোঁজে বের হল। সে এক শস্য-শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামলা দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগবাগিচা হল আল-হামীম। হযরত ইবনে মসউদ (রা) এ কারণেই বলেন, আমি যখন কোরআন তিলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌঁছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হিফাযত ঃ মসনদে বাযযারে আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিনের প্রথম তিন আয়াত اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।---(ইবনে কাসীর)

শত্রু থেকে হিফাযত ঃ আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবূ সফরাহ্ (রা)-এর সনদে রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন এক জিহাদে রাত্রিকালীন হিফাযতের জন্য বলেছিলেন, রাত্রিতে তোমরা আক্রান্ত হলে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ পড়ে নিও। অর্থাৎ হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْا (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হিফাযতের দুর্গ।---(ইবনে কাসীর)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঃ হযরত সাবেত বেনানী (র) বলেন, দু'রাক'আত নামায পড়ার জন্য আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মু'মিনের اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামনী

পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি غَافِرِ الذَّنْبِ পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো يَا غَافِرَ الذَّنْبِ اغْفِرْلِيْ—অর্থাৎ হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন قَابِلِ التَّوْبِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَا قَابِلَ التَّوْبِ اقْبَلْ تَوْبَتِيْ—অর্থাৎ হে তওবাকবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন شَدِيْدِ الْعِقَابِ পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো يَاشَدَّ الْعِقَابِ لَاتُعَاقِبْنِيْ—অর্থাৎ হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন ذِى الطَّوْلِ পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো يَا ذَا الطَّوْلِ طُلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ অর্থাৎ হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খোঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি। সাবেত বেনানীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও আছে, লোকদের ধারণা যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আ) ছিলেন। অবশ্য অন্য রেওয়ায়েতে এর উল্লেখ নেই।— (ইবনে কাসীর)

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্য হযরত উমর ফারূকের এক মহান নির্দেশঃ ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জনৈক প্রভাবশালী শক্তিধর ব্যক্তি হযরত উমর ফারূক (রা)-এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মু'মিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে।

অতপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ---

من عمر ابن الخطاب الى فلان بن فلان سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو غافر الذنب و قابل التوب شديد العقاب ذالطول لا اله الا هو اليه المصير -

অর্থাৎ উমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে----তোমার প্রতি সালাম। অতপর আমি তোমার জন্য সে আল্লাহ্র প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্য দোয়া কর, যেন আল্লাহ্ তা'আলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল হয়। তিনি দূতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অতপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত উমর ফারূক (রা) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই ভ্রান্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহ্র রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহ্র কাছে তার তওবার জন্য দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তা-নের সাহায্যকারী হয়ো না। অর্থাৎ তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য। ---(ইবনে কাসীর)

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্য এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্য নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

حم ।

حم ---কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহ্র নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই متشابهات যার অর্থ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন অথবা এগুলো আল্লাহ্ ও রসূলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

غَافِرِ الذَّنْبِ—পাপ ক্ষমাকারী ও قَابِلِ التَّوْبِ—তওবা কবূলকারী—এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তাঁর একটি গুণ।

ذِى الطَّوْلِ -এর শাব্দিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাঢ্যতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাযহারী)

مَا يُجَادِلُ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا—এই আয়াত কোরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ

ان جدالا فى القران كفر—অর্থাৎ কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক কুফর। —(মাযহারী)

এক হাদীসে আছে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।—(মাযহারী)

উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতের এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নতের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ খোঁজা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অন্বেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাজে পারস্পরিক আলোচনা-গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্যকাজ। —(বায়যাভী, কুরতুবী, মাযহারী)

فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ—কোরায়শরা শীতকালে এয়ামনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাণিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহ্র সেবক হওয়ার সুবাদে সমগ্র আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। ফলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং অগাধ বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিরোধিতা

সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কায়েম থাকা তাদের জন্য গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী হলে এসব নিয়ামত ও ধনৈশ্বর্য ছিনিয়ে নেওয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ধোঁকায় না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আযাবে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুত বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত ছয় বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ —আরশ বহনকারী ফেরেশতা বর্তমানে চারজন এবং কিয়ামতের দিন আটজন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ফেরেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তাদের সারির সংখ্যা লাখো বর্ণিত আছে। তাদেরকে 'কাররুবী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যশীল ফেরেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্য বিশেষত যারা গোনাহ্ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের জন্য দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ বলেন, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে মু'মিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ। মু'মিনদের জন্য তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে দাখিল করা হোক। এতদসঙ্গে তারা এ দোয়াও করেন—وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ —অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাগফিরাতের যোগ্য অর্থাৎ যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদেরই সাথে জান্নাতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্য ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সৎকর্মে মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানগণ নিম্ন স্তরের হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন, মু'মিন জান্নাতে পৌঁছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা

তোমার মত আমল করেনি (তাই তারা এখানে পৌঁছতে পারবে না)। মু'মিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যই করিনি---তাদের জন্যও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।--- (ইবনে-কাসীর)

এ রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صالحيت তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান---আমলসহ ঈমান নয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ
إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ
وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن
سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا
فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾

(১০) যারা কাফির তাদেরকে উচ্চৈস্বরে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতপর এখনও নিষ্কৃতির কোন উপায় আছে কি? (১২) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্কে ডাকা হত, তখন তোমরা কাফির হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করতে। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ্ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা কাফির, [তারা জাহান্নামে গিয়ে যখন তাদের শিরক ও কুফরের জন্য পরিতাপ করবে এবং নিজেদের প্রতি ভীষণ ঘৃণা লাগবে এমনকি, ক্ষোভের আতিশয্যে তাদের হাতের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে, (দুররে-মনছুর) তখন] তাদেরকে উচ্চৈস্বরে

বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন (দুনিয়াতে) তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতপর (বলার পর) তোমরা তা মানতে না। (এরূপ বলার উদ্দেশ্য তাদের পরিতাপ ও অনুশোচনা আরও বাড়িয়ে তোলা।) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, (আমরা পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করতাম। এখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি। সেমতে দেখে নিয়েছি যে,) আপনি আমাদেরকে দু'বার মৃত অবস্থায় রেখেছেন (জন্মের পূর্বে আমরা প্রাণহীন বস্তুর আকারে ছিলাম এবং এই পরজগতে আসার পূর্বে দ্বিতীয়বার মৃত হয়েছিলাম) এবং দু'বার জীবন দিয়েছেন। (এক---ইহকালের জীবন, দ্বিতীয় পরকালের বর্তমান জীবন। এই চার অবস্থার মধ্যে কাফিররা কেবল পরকালের জীবন অস্বীকার করত, কিন্তু অবশিষ্ট তিন অবস্থা নিশ্চিত ছিল বিধায় সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। এই স্বীকারোক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এখন চতুর্থ অবস্থাও পূর্বের তিন অবস্থার ন্যায় নিশ্চিত হয়ে গেছে,) কাজেই আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, (যার মধ্যে মূল অপরাধ ছিল পুনরুজ্জীবন অস্বীকার করা। বাকীগুলো ছিল এরই শাখা-প্রশাখা।) এখন (এখান থেকে) বের হওয়ার কোন উপায় আছে কি (যাতে দুনিয়াতে ফিরে গিয়ে এসব ভুলের ক্ষতিপূরণ করে নিতে পারি? জওয়াবে বলা হবে, তোমাদের বের হওয়ার কোন পথ নেই। চিরকাল এখানেই থাকতে হবে।) এটা এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হত, (অর্থাৎ তওহীদের আলোচনা হত,) তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত, তখন তোমরা মেনে নিতে। তাই এটা আল্লাহ্‌র ফয়সালা (হয়েছে) যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সমুচ্চতা ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে যেহেতু এটা মহা অপরাধ ছিল, তাই পরিণামে শাস্তিও তেমনি হয়েছে অর্থাৎ চিরস্থায়ী জাহান্নাম)।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ
إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
﴿١٤﴾ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۖ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۖ لَا يَخْفَىٰ عَلَى
اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ
تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ
وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾ وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا
فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَانُوْا
هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٢١﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু থাকে। (১৪) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাক যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (১৫) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (১৬) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌র। (১৭) আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ জুলুম নেই। নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (১৮) আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোন বন্ধু নেই এবং সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে। (১৯) চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (২০) আল্লাহ্ ফয়সালা করেন সঠিক-ভাবে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (২১) তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখত তাদের পূর্বসূরিদের কি পরিণাম হয়েছে? তাদের শক্তি ও কীর্তি পৃথিবীতে এদের অপেক্ষা অধিকতর ছিল। অতপর আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে ধৃত করেছিলেন এবং আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। (২২) এর কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করত, অতপর তারা কাফির হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি শক্তিধর, কঠোর শাস্তিদাতা।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনিই তোমাদেরকে (স্বীয় কুদরতের) নিদর্শনাবলী দেখান, (যাতে তদ্দ্বারা তোমরা তওহীদ সপ্রমাণ কর।) আর (তিনিই) আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিযিক প্রেরণ করেন (অর্থাৎ বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং সে বৃষ্টি থেকে রিযিক উৎপন্ন হয়। এটাও উল্লিখিত নিদর্শনাবলীরই অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শন থেকে) শুধু সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে যে (আল্লাহ্‌র দিকে) রুজু (করার ইচ্ছা) করে। (কেননা, রুজুর ইচ্ছা থেকে চিন্তাভাবনার ভাগ্য হয়, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। যখন তওহীদের প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে---) অতএব তোমরা আল্লাহ্‌কে খাঁটি বিশ্বাস (অর্থাৎ তওহীদ) সহকারে ডাক (এবং মুসলমান হয়ে যাও) যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। (তাদের পরওয়া করো না। কেননা,) তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এবং আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী অর্থাৎ তাঁর প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেন, যাতে সে (ওহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানুষকে) সমবেত হওয়ার দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে সতর্ক করে, যেদিন সবাই (আল্লাহ্‌র) সামনে এসে উপস্থিত হবে। সেদিন আল্লাহ্‌র কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজকের দিনে কার সাম্রাজ্য? (সাম্রাজ্য হবে) আল্লাহ্‌র যিনি একান্ত পরাক্রান্ত। আজ প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিদান পাবে। আজ (কারও প্রতি) জুলুম হবে না। আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (তাই) আপনি তাদেরকে এক আসন্ন বিপদের দিন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন কলিজা ওষ্ঠাগত হবে, (দুঃখের আতিশয্যে) দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। (সেদিন) জালিম (অর্থাৎ কাফির)-দের এমন কোন বন্ধু হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না, যার কথা গ্রাহ্য হয়। তিনি দৃষ্টির চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় জানেন (যা অন্য কেউ জানে না। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি বান্দার সমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাজকর্ম জানেন, যেসব কাজকর্মের উপর শাস্তি ও প্রতিদান নির্ভরশীল)। সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন; আর আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করতে পারে না। (কেননা) আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন। (এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণতার যাবতীয় গুণে গুণান্বিত, আর তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোন গুণই নেই। তাই আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ফয়সালা করতে সক্ষমও নয়। তারা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অস্বীকার করে,) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখেনি যে, তাদের পূর্বসূরি কাফিরদের (কুফরের কারণে) কি পরিণতি হয়েছে? তারা শক্তি-সামর্থ্য এবং পৃথিবীতে ছেড়ে যাওয়া (দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি) নিদর্শনাদির দিক দিয়ে তাদের (বর্তমানদের) অপেক্ষা অধিক ছিল, অতপর তাদের গোনাহ্‌র কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করলেন (অর্থাৎ তাদের উপর আযাব নাযিল করলেন) এবং আল্লাহ্‌র (আযাবের) কবল থেকে তাঁদেরকে রক্ষাকারী কেউ হয়নি। এর (অর্থাৎ এ পাকড়াও করার) কারণ এই যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসতেন কিন্তু তারা তা মানত না, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করেন। নিশ্চয় তিনি মহাশক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

(বর্তমান কাফিরদের মধ্যেও আযাবের সে সব কারণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব তারা আযাব থেকে কেমন করে বাঁচাতে পারবে)?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ—কেউ কেউ درجات-এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। অতএব رفيع الدرجات-এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে-কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন, যে, এর অর্থ 'তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ'। আল্লাহ্‌র আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদ স্বরূপ উচ্চ। সূরা মা'আরিজে বলা হয়েছে ঃ

مِنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ـ

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দূরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহুসংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীর-বিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলিমের মতে আল্লাহ্‌র আরশ একটি লাল ইয়াকূত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দূরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ رفيع الدرجات-এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিন মুত্তাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে ঃ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ অন্য এক আয়াতে আছে ঃ — هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ

يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ-بارزون-এর মর্ম এই যে,

হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না, তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

يَوْمَ التَّلَاقِ উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

ও يَوْمَ هُمْ بَارِزُوْنَ -এর পরে এসেছে। বলা বাহুল্য يوم التلاق তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুঁকের পরে হবে। এমনিভাবে يوم هم بارزون এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুঁৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেওয়া হবে যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এর পরে لمن الملك বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যত বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুঁকের মাধ্যমে সব কিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এইঃ সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ্ করেনি। তখন আল্লাহ্র আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবেঃ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?) মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ মু'মিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফিররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুঁকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাও মৃত্যু-বরণ করবেন এবং এক আল্লাহ্র সত্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ্ বলবেন, "আজকের দিনে রাজত্ব কার?" তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ্ নিজেই জওয়াব দেবেনঃ "প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহ্র।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, এতে আল্লাহ্ তা'আলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযীও তাই বলেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও ইবনে উমর (রা)-এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়---কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেনঃ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ অর্থাৎ আমিই বাদশাহ্ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসূরে উল্লিখিত দু'টি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে—এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় দু'বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল কোরআনে বলা

হয়েছে, দু'বার মেনে নেওয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লিখিত আয়াতে প্রথম ফুঁকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কলেমা বলা হবে।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ অপরের অলক্ষ্যে পর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্যে অনুভব করতে পারে না এমন-ভাবে তাকানো এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا
اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۖ
إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾
وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن
رَّبِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۖ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم
بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾
يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَن يَنصُرُنَا
مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا
أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم
مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ

مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ
يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ
وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ
قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ
قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ
هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۨ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ
اَتٰىهُمْ ۭ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي
كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ
صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ
مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْۗءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ
عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْٓ
اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ
الدُّنْيَا مَتَاعٌ ڰ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا
يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ
حِسَابٍ ﴿٤٠﴾ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى
النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ڰ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ

إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا
إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ
لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقَاهُ
اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۖ
أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

(২৩) আমি আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছি (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে, অতপর তারা বলল, সে তো যাদুকর, মিথ্যাবাদী। (২৫) অতপর মূসা যখন আমার কাছ থেকে সত্যসহ তাদের কাছে পৌঁছাল, তখন তারা বলল, যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর, আর তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। (২৬) ফেরাউন বলল, তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মূসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক মু'মিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ্, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কওম, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিচরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহ্র শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই। (৩০) সে মু'মিন ব্যক্তি বলল ঃ হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, কওমে নূহ, আদ, সামূদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম

করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি, (৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, অতপর তোমরা তার আনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসূলরূপে পাঠাবেন না। এমনিভাবে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারী, সংশয়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহ্র আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মু'মিনদের কাছে খুবই অসন্তোষজনক। এমনিভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-স্বৈরাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর এঁটে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পথে পৌঁছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতপর উঁকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহ্কে। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মু'মিন লোকটি বলল: হে আমার কওম, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার কওম, পার্থিব এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেওয়া হবে। (৪১) হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে। (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহ্কে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহ্র দিকে। (৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই! আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ্র দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে রয়েছে। (৪৫) অতপর আল্লাহ্ তাকে তাদের চক্রান্তের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে ফেরাউন গোত্রকে, কঠিনতর আযাবে দাখিল কর।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আমার বিধানাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণ (অর্থাৎ মু'জিযা) দিয়ে মূসা (আ)-কে ফেরাউন, হামান ও কারূনের কাছে পাঠিয়েছি। অতপর তারা (অথবা তাদের কেউ কেউ) বলল ঃ সে তো যাদুকর (ও) ভণ্ড। [মু'জিযার ক্ষেত্রে যাদুকর এবং নবুয়ত দাবি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ভণ্ড বলল। কারূন ছিল বনী ইসরাইলের একজন এবং বাহ্যত ঈমানদার। কিন্তু সম্ভবত সে মুনাফিক ছিল——প্রকৃত মু'মিন ছিল না। তাই সে মূসা (আ)-কে যাদুকর ও ভণ্ড বলত। এটাও সম্ভবপর যে, কেবল ফেরাউন ও হামানই একথা বলত।] অতপর মূসা (আ) যখন আমার পক্ষ থেকে সত্য ধর্মসহ সাধারণের প্রতি আগমন করল, (এবং তাতে কেউ কেউ মুসলমানও হয়ে গেল), তখন তারা (পরামর্শ হিসাবে) বলল যারা তার সঙ্গী হয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে দাও (যাতে তাদের দল ও শক্তিবৃদ্ধি না হয়। কারণ তাতে করে সাম্রাজ্যের পতনের আশংকা রয়েছে, কিন্তু নারী-দের তরফ থেকে এমন আশংকা নেই। এ ছাড়া গৃহকর্মের জন্য তাদের প্রয়োজন আছে, তাই) তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (মোটকথা, তারা মূসা (আ)-র প্রবল হয়ে যাবার আশংকায় তাকে প্রতিহত করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করল।) কাফিরদের এই চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছে। [সেমতে অবশেষে মূসা (আ)-বিজয়ী হন। বনী ইসরাইল-দের নবজাত পুত্রসন্তানদের হত্যার নির্দেশটি মূসা (আ)-র জন্মের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, যার ফলে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা এই শিশুর লালন-পালন স্বয়ং ফেরাউনের গৃহেই সম্পন্ন করেন। আয়াতে বর্ণিত এ পুত্র হত্যার দ্বিতীয় নির্দেশ মূসা (আ)-র জন্ম ও নবুয়ত লাভের পর তখন জারি করা হয়েছিল, যখন তার মু'জিযা দেখে ফেরাউনের বংশধররা তাঁর দল ও শক্তি-বৃদ্ধির আশংকায় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ বিপন্ন দেখতে পায়। অবশ্য একথা কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়নি যে, তখন এই হত্যার আদেশ কার্যকর হয়েছিল কি না। এরপর স্বয়ং মূসা (আ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা হল।] ফেরাউন (সভাসদদেরকে) বলল, আমাকে অনুমতি দাও, আমি মূসা (আ)-কে হত্যা করব। সে ডাকুক তার পালনকর্তাকে (সাহায্যের জন্য)! আমি আশংকা করছি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (একটি ধর্মীয় ক্ষতি, অপরটি পার্থিব ক্ষতি। সভাসদরা হয়তো দেশের স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে মূসা (আ)-কে হত্যা করার অনুমতি দিতে ইতস্তত করছিল, তাই ফেরাউন "আমাকে অনুমতি দাও" বলেছিল। অথবা জনগণকে একথা বোঝাবার জন্য বলেছিল যে, এ পর্যন্ত মূসা (আ)-কে হত্যা না করার কারণ উপদেষ্টাদের বাধা দান। অথচ বাস্তবে হত্যা করার দুঃসাহস স্বয়ং ফেরাউনেরও ছিল না। কেননা, বিভিন্ন মু'জিযা দেখে সে-ও আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিল। তাই সে হত্যা করলে কোন আসমানী গযবে পতিত হওয়ার আশংকা করছিল। কিন্তু নিজের খুনের পাপ সভাসদদের ঘাড়ে চাপানোর জন্য